আলমডাঙ্গা জাসাসের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

আলমডাঙ্গা জাসাসের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলা পার্টি অফিসে এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আলমডাঙ্গা জাসাসের সভাপতি আনোয়ার রশিদ সাগরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুল হক পিন্টু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, হাটবোয়ালিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক কবি আসিফ জাহান, জাসাসের সাধারণ সম্পাদক ইউনুস আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান ও যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল হোসেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সহসভাপতি মাগরিবুর রহমানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রফিকুল ইসলাম, ইদ্রিস আলী, কামরুল ইসলাম হিরা, আশরাফুল হক লুলু, তবিবুর রহমান, কমলকান্তি চক্রবর্তী, বজলুল হক, হায়দার আলী, রাকিবুল ইসলাম বাবলু, উজ্জ্বল আলী, আব্দুল আলিম, তাজুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন বলেন, জাসাসকে আরও বেগবান করতে হবে। দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত করতে হবে। দেশকে বিশ্বের মাঝে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে জাসাসের কোনো বিকল্প নেই। তাই জাসাসকে শক্তিশালী হয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বিশ্বমানবতার ঐক্য ও শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন জাসাসের প্রধান উপদেষ্টা ও হাটবোয়ালিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক কবি আসিফ জাহান।

দর্শনায় ভিজিএফের চাল থেকে বঞ্চিত দরিদ্ররা, কাদতে কাদতে ফিরলেন বৃদ্ধ-বিধবারা

দর্শনা পৌরসভার ভিজিএফের চাল বিতরণে তালিকা জটিলতা, অস্বচ্ছতা ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে পৌরসভার ৩, ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে প্রকৃত দরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও অসহায় অনেক মানুষ চাল না পেয়ে কাদতে কাদতে বাড়ি ফিরে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে অভিযোগ রয়েছে, কিছু সচ্ছল ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীও এই ভিজিএফের চাল পেয়েছেন, যা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ও সমালোচনা দেখা দিয়েছে।

পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, দর্শনা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের উপকারভোগীদের জন্য কার্ডপ্রতি ১০ কেজি করে ভিজিএফের চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী: ১ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩৫ জনের জন্য ৩,৩৫০ কেজি, ২ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৯০ জনের জন্য ৩,৯০০ কেজি, ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩৫ জনের জন্য ৩,৩৫০ কেজি, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩৩ জনের জন্য ৩,৩৩০ কেজি, ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৪২ জনের জন্য ৩,৪২০ কেজি, ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৪২ জনের জন্য ৩,৪২০ কেজি, ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ২৮৩ জনের জন্য ২,৮৩০ কেজি, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৯৭ জনের জন্য ৩,৯৭০ কেজি এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ৩২৮ জনের জন্য ৩,২৮০ কেজি বরাদ্দ রয়েছে।

মোট ৯টি ওয়ার্ডে ৩,৮৫০ জন উপকারভোগীর জন্য ৩০,৮৫০ কেজি চাল বরাদ্দ রয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত ৩, ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ৩ মার্চ দর্শনা পৌর কর্তৃপক্ষ ৯টি ওয়ার্ডের রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি সভা করেন। ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রস্তুত করে পৌরসভায় জমা দিতে হবে। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, এক সপ্তাহ পার হলেও অনেক ওয়ার্ডে তালিকা সম্পূর্ণ হয়নি এবং কোথাও অতিরিক্ত নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা কার্যক্রমে জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

ভিজিএফের চাল বিতরণের সময় দেখা যায়, তালিকায় নাম না থাকায় অনেক অসহায় মানুষ চাল পাননি। ভুক্তভোগীদের মধ্যে অনেকেই বয়োবৃদ্ধ,

কেউ বিধবা, কেউ স্বামী পরিত্যক্তা, আবার কেউ এমন আছেন যারা চলাফেরা করতে পারেন না বা ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনযাপন করেন। তাঁরা কাদতে কাদতে ফিরে গেছেন।

অভিযোগ রয়েছে, বিতরণের সময় বিভিন্ন অনিয়মও হয়েছে। একজন মহিলা একাই ১৭টি টোকেন বা কার্ড নিয়ে চাল নিতে আসেন। পৌর কর্মচারী শাহ আলম তাৎক্ষণিকভাবে টোকেনগুলো আটক করেন। এছাড়া কিছু সচ্ছল ব্যক্তি এই ভিজিএফের চাল পেয়েছেন, যেমন কেরু অ্যান্ড কোম্পানিতে চাকরি করেন এমন কয়েকজন এবং বাজারে কাপড়ের ব্যবসা করেন এমন কয়েকজন।

দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দর্শনা পৌর প্রশাসক শাহিন আলম জানান, সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে চাল পৌঁছে দিতে প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন করে পৌর কর্মচারী দায়িত্ব পেয়েছেন। তবে কিছু ওয়ার্ডের তালিকা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, ফলে পুরো চাল বিতরণ শেষ করতে আরও দুই থেকে তিন দিন সময় লাগতে পারে।

প্রকৃত দরিদ্র ও অসহায়দের দাবি, তালিকা পুনরায় যাচাই করে যারা সত্যিকারের প্রাপ্য, তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত ভিজিএফের চাল বিতরণের ব্যবস্থা করা হোক। অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতেও এ ধরনের বৈষম্য ও অভিযোগ থাকবে।

জীবননগরে নিহত জামায়াত নেতার দাফন সম্পন্ন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার হাসাদহ বাজারে বিএনপির সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত জামায়াত নেতা মফিজুর রহমানের দাফন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেল ৩টায় তাঁর নিজ গ্রাম সুটিয়া ঈদগাহ ময়দানে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সুটিয়া কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। জানাজায় জামায়াতের নেতা-কর্মীসহ এলাকার শত শত মানুষ অংশ নেন।

বিএনপির হামলায় বড় ভাই হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর ১০ দিন পর মারা যান ছোট ভাই মফিজুর রহমান। তিনি চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের জামায়াতের আমীর ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার হাসাদহ বাজারে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টার দিকে বিএনপির হামলায় বাঁকা ইউনিয়ন আমীরসহ ৪ জন গুরুতর আহত হন। এদের মধ্যে জীবননগর উপজেলার সুটিয়া গ্রামের ওয়াহেদ মিয়ার ছেলে বাঁকা ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর মফিজুর রহমান
(৩২) ও তার বড় ভাই হাফিজুর রহমান (৪৬) আহত হন। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে যশোর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে রেফার করা হয়। পরে তাদের ঢাকা অরোরা হাসপাতালে নেওয়া হলে রবিবার (১ মার্চ) রাত ১টায় হাফিজুর রহমান মারা যান।

২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে বাঁকা ইউনিয়ন আমীর মফিজুর রহমান একই হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। দশ দিন চিকিৎসার পর তিনি মারা যান। মঙ্গলবার (১০ মার্চ) বেলা ১২টায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এই সংঘর্ষের ঘটনায় হাফিজুর রহমান নিহতের পর ২ মার্চ জীবননগর থানায় নিহত পরিবারের পক্ষ থেকে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় ৮ জনের নাম উল্লেখ ও ৮ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পুলিশ মাত্র দু’জনকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ সোলাইমান শেখ জানান, আসামিদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলমান রয়েছে।

জীবননগর মাধবখালীতে কবরস্থানের গেট নিয়ে উত্তেজনা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবখালী গ্রামে কবরস্থানের গেট নির্মাণকে কেন্দ্র করে এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আনলে যে কোনো সময় আবারও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার মাগরিবের নামাজের পর মাধবখালী গ্রামের মণ্ডলপাড়া ও খানপাড়ার লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন। কবরস্থানের গেট নির্মাণকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল বলে স্থানীয়রা জানান।

খবর পেয়ে জীবননগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ঘটনায় উভয় পক্ষই জীবননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরে বুধবার জামিনের জন্য দুই পক্ষ চুয়াডাঙ্গা আদালতে গেলে সেখানে আবারও বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এ সময় মণ্ডলপাড়ার দুর্জয় খানপাড়ার বাঁধনকে হাত কেটে নেওয়ার হুমকি দেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

বাঁধন বলেন, কবরস্থানের গেট নির্মাণ নিয়ে থানায় পাল্টাপাল্টি অভিযোগের পর থেকেই দুর্জয় তাকে একাধিকবার মোবাইলে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। বুধবার আদালতে জামিনের জন্য গেলে দুর্জয় তার ওপর হামলার চেষ্টা করেন। সঙ্গে লোকজন থাকায় তিনি সেখান থেকে সরে যান। এতে তারা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন বলে জানান তিনি।

অভিযোগ অস্বীকার করে দুর্জয় বলেন, তিনি কাউকে হুমকি দেননি; বরং প্রতিপক্ষই তাদের ওপর হামলা করেছে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ সোলায়মান শেখ সাংবাদিকদের জানান, মাধবখালী গ্রামের কবরস্থানের গেট নির্মাণকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষ থানায় অভিযোগ দিয়েছে। অভিযোগগুলো আদালতে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদায় ঈদুল ফিতর উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

দামুড়হুদায় পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী

কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান সাহেল।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মশিউর রহমান, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপি, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, উপজেলা জামায়াতের আমির নায়েব আলী, দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতি মামুনুর রশীদসহ উপজেলার বিভিন্ন ঈদগাহ কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর সুষ্ঠু, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন সভার সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। ঈদে কোনো ধরনের আলোকসজ্জা না করার জন্য কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের আহ্বান জানান তিনি।

এছাড়াও ঈদের জামাত সুষ্ঠুভাবে আয়োজন, ঈদগাহ মাঠ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে ঈদের দিন মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর নজর রাখবে প্রশাসন।

সার্বিকভাবে একটি আনন্দঘন ও শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশে ঈদ উদযাপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বয় করে কাজ করার আহ্বান জানান সভাপতি।

সভায় বক্তারা বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দামুড়হুদা উপজেলায় পবিত্র ঈদুল ফিতর আনন্দমুখর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদযাপন করা সম্ভব।

দর্শনা কলেজপাড়া ঈদগাঁ কমিটির আয়োজনে ইফতার মাহফিল

দর্শনা কলেজপাড়া ঈদগাঁ কমিটির আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দর্শনা সরকারি কলেজ একাডেমি ভবনের সামনে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

কলেজপাড়া ঈদগাঁ কমিটির সভাপতি ও জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম তরফদারের সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিলে অংশ নেন দর্শনার সাবেক মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, ঈদগাঁ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাবেক অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান, সাবেক শ্রমিক নেতা আতিয়ার রহমান আতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা খালিদ হোসেন এবং দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল গনি মাস্টার, ইদ্রিস আলী, মিরাজ উদ্দিন ও রাজু নাতি প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন নাজমুল হুদা।

জন্মগত প্রতিবন্ধী অসহায় মুসলিমার প্রতি বিত্তবানদের সহায়তার আহ্বান

জন্মগত প্রতিবন্ধী অসহায় মুসলিমা খাতুনের জন্য মানবিক সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন তার পরিবার ও স্থানীয়রা।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া গ্রামের মৃত ছাকারদ্দীন ও মৃত বিলকিস রাবেয়ার মেয়ে মুসলিমা খাতুন জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী। বর্তমানে তার বয়স প্রায় ৩৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরে মা- বাবাহীন অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন তিনি।

জানা যায়, মুসলিমা খাতুন খুব ছোট বয়সেই মায়ের স্নেহ হারান। তার মা বিলকিস রাবেয়া দীর্ঘদিন ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত থাকার পর ২০০০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মায়ের মৃত্যুর পর বাবার স্নেহেই কোনোভাবে দিন কাটছিল। কিন্তু ২০০৯ সালে তার বাবা ছাকারদ্দীনও মারা যান। এরপর থেকে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েন মুসলিমা।

মা-বাবার মৃত্যুর পর প্রায় ২৩ বছর ধরে তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের শিমুলতলা গ্রামে তার নানাবাড়িতে বসবাস করছেন। সেখানে বৃদ্ধ নানির তত্ত্বাবধানে কোনোভাবে দিন পার করছেন। তবে বয়সের ভারে নানি এখন আর আগের মতো দেখাশোনা করতে পারেন না। ফলে প্রতিবন্ধী মুসলিমার জীবনযাপন দিন দিন আরও কষ্টকর হয়ে উঠছে।

জন্মগত প্রতিবন্ধকতার কারণে মুসলিমা খাতুন স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন না এবং কোনো ধরনের কাজ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের জীবিকার কোনো উপায় না থাকায় অন্যের সহানুভূতি ও সাহায্যের ওপর নির্ভর করেই তার দিন কাটছে। আর্থিক সংকটের কারণে চিকিৎসা, খাবার ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় করতেও তাকে চরম কষ্টে পড়তে হচ্ছে।

স্থানীয়দের মতে, সামান্য সহযোগিতা ও সমাজের মানবিক মানুষের সহায়তা পেলে মুসলিমা খাতুনের জীবন কিছুটা হলেও স্বস্তি পেতে পারে।

মুসলিমার ভাই সেলিম বাবু সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক ও মানবিক সংগঠনসহ সকল হৃদয়বান মানুষের কাছে অসহায় জন্মগত প্রতিবন্ধী মুসলিমা খাতুনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মানবিক সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন।

এলাকাবাসীর আশা, মানবিক সহায়তা পেলে অসহায় মুসলিমা খাতুনের জীবনে নতুন করে বাঁচার আশা জাগবে।

আলমডাঙ্গায় ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার সঙ্গে জড়িত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) শীতর বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানার বিভিন্ন এলাকায় গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আলমডাঙ্গা থানাধীন রুয়াকুলি গ্রামের বদরগঞ্জ মাঠে মো. লোকমানের কাঁঠাল বাগানের সামনে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের ওপর সমবেত হয়ে ডাকাতি প্রস্তুতির ঘটনার সঙ্গে জড়িত মামলার দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন আসাননগর গ্রামের আকমল হোসেনের ছেলে মো. খোরশেদ (৩০) এবং আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়া এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে শরিফুল ইসলাম (২৬)।

বুধবার (১১ মার্চ) ভোর ৪টার দিকে আলমডাঙ্গা থানাধীন সাদাব্রীজ মোড় এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ ২৮/০৮/২০২৫ খ্রি., ধারা ৩৯৯/৪০২ পেনাল কোডে তাদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় দায়সারা ভাবে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপিত ?

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় নাম কাওয়াস্ত হ য ব র ল ভাবে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপিত হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার মার্চ বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে সারা

দেশের ন্যায় “দুর্যোগ প্রস্তুতে লড়ব, তারুণ্যের বাংলাদেশ গড়ব”-এই প্রতিপাদ্যে উপজেলা প্রশাসন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কার্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুল রহমান সাহেলের সভাপতিত্বে “জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস” উদযাপিত করা হয়।

উপজেলা পরিষদের গুটিকয়েক কর্মকর্তা ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কার্যালয়ের প্রশিক্ষনার্থীদের নিয়েই সরকারের এ জনগুরুত্বপূর্ণ দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটিকে ঘিরে তড়িঘড়ি করে নামমাত্র পালন করা হয়েছে র্যালি,আলোচনা সভা ও মহড়া। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে স্থানীয় কোন সাংবাদিকে জানানো হয়নি, ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক নেতা সহ গণমাধ্যম কর্মীরা।

স্থানীয় সচেতন মহলের ভাষ্য,সরকারি নির্দেশনায় জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসেরগুরুত্ব তুলে ধরতে র্যালি, আলোচনা সভা ও মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু এ ধরনের অনুষ্ঠানে জনসাধারণকে ভূমিকম্প অগ্নি নির্বাপন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করে।ফলে অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের সর্বশ্রেনীর মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি ছিলেন,যদিও এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজীর) বলেন, সরকারি যে কোনো জাতীয় অনুষ্ঠান জনকল্যাণের জন্যই হয়ে থাকেন।ফলে জনসচেতনতা বাড়াতে সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাটাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। কাজেই এ ধরনের অনুষ্ঠানে সরকার উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ। ফলে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকলের।

তিনি আরো বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠানে সাধারণত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, সাংবাদিক ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ থাকবার কথা। যদিও তা ছিলেন না, উপস্থিত সংখ্যাও ছিলেন নগণ্য। পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের কারো পক্ষ থেকেই স্থানীয় কোন সাংবাদিক কিংবা সাংবাদিক নেতাদের কাউকেই এ বিষয়ে জানানো হয়নি, যা দুঃখজনক।

দামুড়হুদায় ‘ওরা বন্ধু সংঘ’র ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ওরা বন্ধু সংঘ’ এর উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ওরা বন্ধু সংঘ’ এর উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচিরকার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে ৭৫ জন বিধবা, অসহায়, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক দিনমজুর নারী-পুরুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ করা হয়েছে। স্থানীয়রা সংগঠনের এমন মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় উপজেলার সীমান্তবর্তী কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পিরপুরকোল্লা গ্রামে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে এই ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মো. মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজির)। প্রদত্ত ঈদ সামগ্রীর মধ্যে ছিল সেমাই, চিনি, সুজি, দুধ, সাবান, শ্যাম্পু, আলু, ডালডা প্রভৃতি।

ঈদ সামগ্রী উপহার হাতে পেয়ে ভালোবাসায় অভিভূত একাধিক উপকারভোগী জানান, ঈদ উপলক্ষে যে উপহার ও ভালোবাসা আমরা পেলাম তা আমাদের জন্য অনেক। যাদের আয়োজনে আজকের এই উপহার হাতে পেলাম, আল্লাহতালা তাদের ভালো রাখুন।

‘ওরা বন্ধু সংঘ’-এর সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক, প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি ও দৈনিক সমকালের জেলা প্রতিনিধি মিরাজুল ইসলাম মিরাজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আক্তারুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার সালাউদ্দিন আহমেদসহ উপকারভোগীরা।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মো. মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজির) বলেন, সরাসরি উপস্থিত থেকে আপনাদের হাতে সামান্য এই উপহার তুলে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ২০০৩ সালে সংগঠনের যাত্রা শুরুর পর থেকে অদ্যাবধি সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে ‘ওরা বন্ধু সংঘ’।

তিনি আরও বলেন, সমাজের কয়েকজন মানুষের সহযোগিতায় সংগঠনটি

শীতবস্ত্র বিতরণ, ঈদ সামগ্রী বিতরণ, মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ প্রদান, রক্তদান কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ ও ঈদবস্ত্র বিতরণসহ বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই আজকের এই আয়োজন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, উপস্থিত সবাই সংগঠনের এই ভালোবাসার উপহার সাদরে গ্রহণ করে ভবিষ্যতেও সংগঠনের কল্যাণে পাশে থাকবেন এবং সংগঠনের সকল সদস্যদের জন্য দোয়া করবেন।